তুঁতচাষ করবার আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম :
পিতার নাম :
ঠিকানা :
কোন শ্রেণীভুক্ত তপসিল/উপজাতি/অন্যান্য :
২। ক) প্রস্তাবিত তুঁতজমির পরিমান :
ঐ জমির
১। দাগ নং :
২। খতিয়ান নং :
৩। মৌজা :
৪। থানা :

খ) অন্য জমি থাকলে তার বিবরণ :
১। ঐ জমির পরিমান :
২। কিভাবে ব্যবহৃত হয় :
গ) ঐ জমি দায়মুক্ত কিনা :

ঘ) ঐ জমি কি প্রকার :
১। নীচু (জল দাঁড়ায়)/ উচুঁ (ডাঙ্গা) :
২। সেচযুক্ত/সেচবিহীন :
৩। বর্তমান তুঁতজমি থাকলে পরিমান :

ক) দাগ নং :
খ) থানা :
গ) মৌজা :
ঘ) খতিয়ান :

৩। ক) পলুঘর করবার মত আপনার নিজস্ব দায়মুক্ত জায়গা আছে কি না :
খ) ঐ জমি লম্বায় এবং চওড়ায় কতটা হবে :

৪। নীচের কাজগুলি আপনি নিজ খরচে করতে রাজি আছেন কিনা :
ক) তুঁতকাঠি ক্রয় করা, তুঁতকাঠি জমিতে লাগানো এবং সারা বছর যত্ন নেওয়া :
খ) তুঁত জমিতে টিউবওয়েল বা শ্যালো বসানো :
গ) পলুঘর স্কীমমত তৈয়ারী করা :
ঘ) ডালা, চন্দ্রকী, সুতার জাল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম স্কীমমত সংগ্রহ করা :

৫। যদি ঋণ বা অনুদান প্রয়োজন হয় তবে ৪ (ক) হতে ৪ (ঘ) পর্যন্ত ঐ চারটি কাজ নিজ খরচে স্কীম অনুযায়ী এবং নির্দেশমত সমাপ্ত করে পর্যায়ক্রমে ঋণ বা অনুদান নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না :

৬। পরিকল্পনামত কাজ সমাধা হওয়া মাত্র ঋণ ব্যাংকে শোধ দিতে রাজী আছেন কিনা :

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

৭। পরিকল্পনামত কাজ সমাধা করতে আপনার নিজ অংশ যদি নগদ অর্থে খরচ করতে হয় তবে তা করতে রাজী আছেন কিনা :

৮। যেমন যেমন নির্দ্দেশ দেওয়া হবে এবং সময়মত সব কাজ সমাধা করতে রাজি আছেন কিনা :

৯। পলুপালন করবেন কে : আপনি নিজে/ মজুর/ বাড়ির অন্য লোক :

১০। ইতিপূর্ব্বে ঋণগ্রহণ করে থাকলে সমস্ত কাজ সমাধা করা হয়েছে কিনা এবং তুঁতচাষ ও পলুপালন করেন কিনা :

১১। ইতিপূর্ব্বে আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ সেরিকালচার ঋণ পেয়েছেন কিনা : তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি এবং তাঁর নাম ও ঠিকানা কি : পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে কিনা :

১২। ক) আপনি সরকার বা ব্যাংক হতে অন্য কোন বাবদ ঋণ নিয়েছেন কি ?
খ) নিয়ে থাকলে তার বিবরণ এবং তা শোধ হয়েছে কি ?
গ) বা কোন বকেয়া আছে কি ?

উপ অধিকর্তা / সহ অধিকর্তা রেশম শিল্প দপ্তর

সমীপেষু,

সেরিকালচার শিল্প হিসাবে অবলম্বন করে আমি উপার্জন করতে চাই। তুঁতকাঠি বা চারাগাছ যা সরকার হতে সরবরাহ করা হবে তা আমি নির্দেশমত রোপন ও পরিচর্য্যা করব । অন্যথায় এই বাবদ সম্পূর্ণ খরচ আদায় দিতে বাধ্য থাকব। সেজন্য আমি অঙ্গীকার করে বলছি যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করতে বাধ্য থাকব। পরিকল্পনা মত কাজ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে অথবা পরে সেরিকালচার করা ছেড়ে দিলে এর জন্য সরকার বা ব্যাংকের প্রদও অর্থ সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকব। অন্যথায় আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে। এও উল্লেখ থাকে যে সেরিকালচারের প্রদও অর্থ অন্য কোন কাজে ব্যয় করব না। তুঁতগাছের পরিচর্য্যা এবং বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকব।

আমি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত উপরের বিবরণগুলি দিলাম এবং তা সম্পূর্ণ সত্য।

সাক্ষী-

আবেদনকারীর সহি / টিপসহি
তারিখ:

আবেদনকারী শ্রী.....মৌজার প্রান্তিক চাষী। অএ দরখাস্ত পত্রে বর্ণিত তথ্যাদি সত্য। আবেদনকারীকে রেশমপলু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ প্রকল্পভুক্ত করার সুপারিশ করেছি।

প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত

আবেদনকারীর বিবরণ অনুযায়ী জমি পরীক্ষা করে তা তুঁতচাষের উপযোগী বলে বিবেচনা করলাম।

প্রদর্শক / ক্ষেএ সহায়ক
রেশম শিল্প দপ্তর (রবার স্ট্যাম্প)